২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

সূচনা:

সরকার কর্তৃক গৃহীত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসহ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অন্যতম পদ্ধতি হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) বাস্তবায়ন। এডিপি'র সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উপরে অনেকাংশেই নির্ভর করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ধারা। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সরকার কর্তৃক গৃহীত এ সকল উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। এ সকল প্রকল্প পর্যালোচনার মধ্যে প্রত্যেক অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন অন্যতম। সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ তাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে কতটুকু সফল হয়েছে তার একটি ধারণা সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন থেকে পাওয়া যায়। এছাড়াও সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়নের সময় বাস্তবায়নকালীন সময়ের সমস্যাসমূহের পর্যালোচনা ভবিষ্যত প্রকল্প প্রণয়ন এবং গ্রহণে সহায়তা করে থাকে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) নিয়মিতভাবেই প্রতিটি অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়নের উদ্দেশ্য:

- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে গ্রহণ করা হয়েছিল তার কতটুকু অর্জিত হয়েছে তার একটি সম্যক ধারণা লাভ করা;
- প্রকল্পসমূহের মূল ও সংশোধিত বরাদ্দ এবং প্রাক্কলিত ব্যয়-এর একটি তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরা;
- প্রকল্পসমূহের সার্বিক আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতির অংগভিত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতিটি প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন তুলে ধরা;
- সরেজমিন পরিদর্শনসহ অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা যাতে করে ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণকালীন সময়ে এ সমস্যা দূর করা যায়; এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ের সমস্যাসমূহ দূরীকরণার্থে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন যাতে করে ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হয়।

সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি:

সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইএমইডি-এর একটি অন্যতম নিয়মিত প্রকাশনা। সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের সময়ে যে সকল যুগোপযোগী মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ:

- বাস্তব অগ্রগতি ও তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠপর্যায়ে নিয়মিত সরেজমিন পরিদর্শন;
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় ভিত্তিক এডিপিভুক্ত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় যোগদান এবং কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের সংগে সংশ্লিষ্ট সকল অংশিদার (stakeholders)-দের (যেমন: পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়) সংগে পর্যালোচনা এবং মত বিনিময়;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সংক্রান্ত এসপিইসি, স্টিয়ারিং কমিটি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন কমিটি (পিআইসি) ইত্যাদি গুরূত্বপূর্ণ কমিটি কর্তৃক আয়োজিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণ;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি পর্যালোচনা;
- আরএডিপি পর্যালোচনা; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত নির্ধারিত সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন:

প্রতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে বিনিয়োগ, কারিগরী সহায়তা প্রকল্প সমূহ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে অধিকাংশই চলতি প্রকল্প এবং বেশ কিছু প্রকল্প নতুন প্রকল্প হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। এছাড়াও প্রতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্ন্তভুক্ত কিছু প্রকল্প সমাপ্ত হয়। নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে গত পাঁচ অর্থবছরের নির্ধারিত সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন সাফল্য প্রকাশ করা হলো:

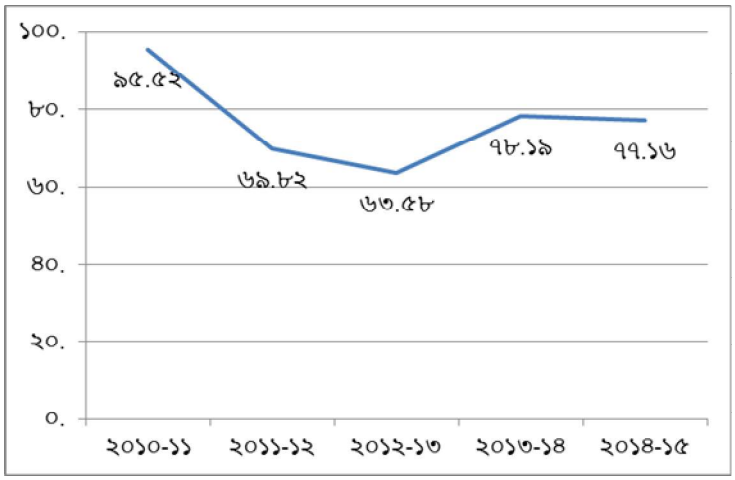

পার্শ্ববর্তী চিত্র ১ এ গত ২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত নির্ধারিত প্রকল্পের সমাপ্তির হারের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নির্ধারিত প্রকল্পের সমাপ্তির হার ২০১০-১১ এর তুলনায় ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে তা উর্ধ্বমূখী হয়েছে। তবে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তা কিঞ্চিৎ নিম্নমুখী হয়েছে। গত পাঁচ অর্থবছরের নির্ধারিত প্রকল্পের সমাপ্তির হার প্রায় ৭৭ শতাংশ।

চিত্র ১: সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের বাস্তবায়নের হার

২০১৩-১৪ অর্থবছরের সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পসমূহ:

২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী তে ৫৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় মোট ১৩৬৬টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। শ্রেনীবিন্যাস অনুযায়ী এগুলোর মধ্যে ১১৫০টি বিনিয়োগ প্রকল্প, ১৭৬টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প এবং ৩১টি জাপানী ঋণ মওকুফ সহায়তা তহবিল প্রকল্প ও ৯টি উন্নয়ন সহায়তা খাত । এডিপিভুক্ত ১৩৬৬টি প্রকল্পের মধ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় মোট ২৩২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর খাতভিত্তিক সমাপ্ত প্রকল্পের অগ্রগতি:

সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং লক্ষ্যসমূহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্ন্তভুক্ত ১৭টি খাতের আওতায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। প্রতি অর্থবছরে বিভিন্ন মেয়াদে এ সকল প্রকল্প সমাপ্ত হয়। এ বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্ন্তভুক্ত ১৬টি খাতের আওতায় ৩৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর অধীনে ২৩২টি প্রকল্প/কর্মসূচী সমাপ্ত হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ উক্ত অর্থবছরের মোট এডিপি প্রকল্পের প্রায় ১৬.৯৮%।

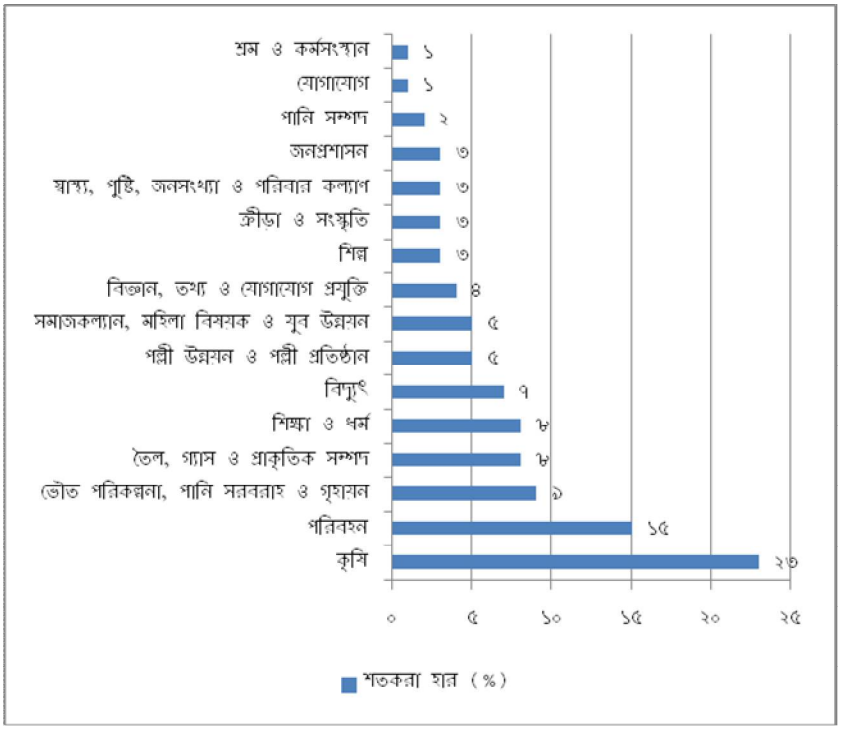

চিত্র ২: সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের বাস্তবায়নের হার (এডিপি সেক্টর অনুযায়ী)

প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা ও সুপারিশসমূহ

সমস্যা	সুপারিশ
কৃষি (ফসল, খাদ্য, বন, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ. সেচ) সেক্টর:	
1. প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত হ্যাচারি ইউনিটগুলো মেরামত ও সংরক্ষণ বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকায় এ গুলির ব্যবস্থাপনায় সমস্যা হচ্ছে।	1. মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় হ্যাচারিগুলো ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা এবং তত্ত্বাবধানের জন্য জনবলের সংস্থান করা যেতে পারে।
2. ঘনঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্বিত এবং কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জনে বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা থাকে।	2. প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। বিশেষত যে সকল কর্মকর্তা মূল দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে থাকেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের বদলীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া সমীচীন হবে।

সমস্যা	সুপারিশ
3. মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প হতে মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণ ও মাছ চাষ এবং মাছ ধরার উপকরণ বিতরণ করা হয়। কিন্তু এ বিষয়ে কোন ডাটা বেইজ না থাকায় সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।	3. বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবানাধীন কার্যক্রমে প্রকল্পভুক্ত এলাকার প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি ডাটা বেইজ প্রণয়ন করার বিষয়টি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে পারে। এছাড়া, প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের ফলো-আপের জন্য Participant List-এ মোবাইল ও জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।
4. মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প হতে মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারসমূহের উন্নয়ন, জেলা ও উপজেলা অফিস সমূহে আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন সরবরাহ, জলাশয় ও খাল খনন/পুনঃখনন করা হয় । ফলে একই এলাকার জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমে দ্বৈততা ঘটার সম্ভবনা থাকে।	4. বিভিন্ন প্রকল্পে একই ধরনের কার্যক্রমের দ্বৈততা পরিহার করার লক্ষ্যে কার্যক্রম ভিত্তিক সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহে Mapping করা যেতে পারে। নতুন পুকুর খনন এবং হাজামজা পুকুর সংস্কার করে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পূর্বের অবস্থা ও পরবর্তী অবস্থার স্থির চিত্র সংরক্ষণ করতে হবে।
5. গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র প্রচুর ধুলাবালি ও স্তুপ করে রাখার ফলে সেগুলো নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে। প্রতিটি ফ্লোরেই বৈদ্যুতিক ক্যাবলগুলি অবিন্যস্ত অবস্থায় দৃশ্যমান হয়েছে যা কমপ্লেক্স ভবনের ভিতরের সৌন্দর্য্যকে ম্লান করে।প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগ করা হয়নি। ০২ (দুই) জন স্থানীয় পরামর্শক প্রকল্প বাস্তবায়ন কালীন সময়ে গবেষণা কার্যকর্ম পরিচালনা করেন। এক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরের (Technology Transfer) সুযোগ সীমিত হয়ে গেছে।	5. ডিএই এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র যথাযথভাবে ডকুমেন্টেশেন এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।প্রত্যেক ফ্লোরের অবিন্যস্ত বৈদ্যুতিক ক্যাবলগুলিকে ওয়ারিং দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।সম্পূর্ণ বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পটির অনুমোদিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন প্রয়োজনছিল। এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। এ প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত সকল অঙ্গের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।
6. গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রকল্প মেয়াদের শেষের দিকে সরবরাহ করায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন বিঘ্নিত হয়েছে।অধিকাংশ জনবল বিএডিসি হতে প্রেষণে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা থাকায় মাত্র ৫০% জনবল পাওয়া যায় ফলে মাঠ পর্যায়ে জনবলের অভাবে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ণে সমস্যার সৃষ্টি হয়।বিশেষ করে কারিগরি জনবল যেমন- সহকারী পরিচালক, উপসহকারী পরিচালকের পদ শূণ্য থাকায় মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন, বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কাজ ব্যহত হয়।	6. পরবর্তীতে নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নে ক্রয় পরিকল্পনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের স্বার্থে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতি প্রয়োজনীয় মালামাল নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ক্রয় করতে হবে।কারিগরি জনবলসহ অন্যান্য শূণ্য পদ পূরণে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
7. বীজ সংগ্রহ মৌসুমে চাষীদের সরবরাহকৃত বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণসহ মূল গুদামে সংরক্ষণের পূর্বে এবং বিতরণ মৌসুমে বীজ বের করে ট্রাকে লোড দেওয়ার জন্য একটি আলাদা ট্রানজিট গুদামের প্রয়োজন হয়। এতে মূল গুদামের বীজ রোগ ও পোকামাকড় হতে রক্ষা পায় ও কাজের সুবিধা হয়। ৮ (আট) টি কেন্দ্রে ট্রানজিট বীজ গুদাম না থাকায় বীজ সংরক্ষণ ও বিতরণ কাজে সমস্যা হচ্ছে।	7. বীজ সংগ্রহ ও বিতরণ সুবিধাদি বৃদ্ধির জন্য প্রতি কেন্দ্রে ১টি ট্রানজিট গুদাম নির্মাণ করা যেতে পারে। তবে এরূপ ট্রানজিট গুদাম নির্মাণ সংস্থার নিজস্ব আয় হতে সম্পাদন করতে হবে।
8. কন্ট্রাক গ্রোয়ার জোনগুলোতে নতুন নতুন কিছু গোডাউন নির্মাণ করার ফলে সীড সেন্টর গুলোর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও স্বল্প সংখ্যক জনবল দিয়ে কাজ করতে হয় বলে সুষ্ঠুভাবে কার্যাবলী সম্পদান সম্ভব হয় না।	8. বৃদ্ধি প্রাপ্ত ধারণক্ষমতায় সীড সেন্টারগুলোতে কাজের গতি বাড়াতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

সমস্যা	সুপারিশ
9. বিএডিসি'র চুক্তিবদ্ধ কৃষকরা খোলা বাজার (open market) এর চেয়ে কম দামে তাদের উৎপাদিত বীজ বিক্রি করে বিধায় তাদের মাঝে অসন্তুষ্টি বিরাজ করছে। এমতাবস্থায় স্থানীয় বিএডিসি সেন্টারের বীজ সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ কার্যক্রম ব্যহত হতে পারে।	9. চুক্তিবদ্ধ কৃষকদের কাছ থেকে সময়োপযোগী বাজার মূল্যের বিনিময়ে বীজ সংরক্ষণে বিএডিসি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
10. বীজ গুদামগুলোর পর্যাপ্ত ধারণক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বেসরকারী বীজ গুদামের তুলনায় সরকারী গুদামগুলোর বীজ সংরক্ষণ চার্জ বেশী বিধায় কৃষকরা এ গুদামগুলোতে বীজ সংরক্ষণে উৎসাহিত হয় না।	10. বেসরকারী গোডাউনের চেয়ে বিএডিসি গোডাউনে বীজ সংরক্ষণ চার্জ বেশী। বেসরকারী বীজ গোডাউনের চার্জের ন্যায় বিএডিস'র বীজ গোডাউনের চার্জ নির্ধারণ করা হলে গুদামগুলির ধারণক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং বিএডিসি'র অভ্যন্তরীণ আয় মোটের উপর বৃদ্ধি পাবে।
11. প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও প্রশিক্ষণের তথ্য সন্নিবেশিত আকারে নেই। বিভিন্ন প্রকল্পে প্রশিক্ষণ কর্যক্রম চালু থাকায় একই ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকল্প হতে একাধিকবার প্রশিক্ষণ পাবার সুযোগ থাকে, ফলে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যহত হয়।	11. বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ থাকে। একই ব্যক্তি যেন একই প্রশিক্ষণ একাধিকবার না পায় সে লক্ষ্যে একটি ডাটাবেজ তৈরী করতে হবে।
12. প্রধান সেচ নালার ময়লা আবর্জনার স্তুবে পানি প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে। ইনটেক পয়েন্ট থেকে টারসীয়ারী ও সেকেন্ডারী ক্যানেলের মাধ্যমে প্রায় ৩০/৪০ কিঃমিঃ দূরবর্তী মাঠে সেচ পাওয়ার বিষয়টি বর্তমানে ব্যাহত হচ্ছে।	12. ইনটেক পয়েন্ট থেকে টারসিয়ারী ও সেকেন্ডারী ক্যানেলের মাধ্যমে প্রায় ৩০/৪০ কিঃমিঃ দূরবর্তী মাঠে সেচ পাওয়ার জন্য প্রধান সেচ নালার ময়লা আবর্জনার অপসারণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ দ্রুত গ্রহণ করতে হবে।
13. সেচ সুবিধা প্রাপ্ত স্থানীয় কৃষকদের খননকৃত/পুন খননকৃত খালের সংস্কার কাজে সম্পৃক্ত করা হয়নি। স্থানীয় কৃষকগণ মনে করে থাকেন খাল খনন ও পুনঃখননের কাজ সরকারেরদায়িত্ব।বিএডিসি স্থানীয় কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে এ খাল সচল রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই।	13. আসন্ন সেচ মৌসুমে এ নালা দিয়ে সেচ দেয়ার জন্য খাল পুনঃখননের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় কৃষকদের সম্পৃক্ত করে সেচখাল সচল রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
14. প্রকল্পের শুরুতে বেইজলাইন সর্ভে না হওয়া বা সংস্থান না থাকার ফলে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের পর প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন এবং উপকারিতা যথাযথভাবে যাচাই/পরিমাপ করা সম্ভব হয় না।	14. বেইজলাইন সার্ভে করা না হলে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন এবং উপকারিতা যথাযথভাবে যাচাই/পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। তাই প্রকল্পের শুরুতে সমজাতীয় প্রকল্পের বেইজলাইন সার্ভে করতে হবে। এজন্য ডিপিপি'তে বেইজলাইন সার্ভের সংস্থান রাখতে হবে।
15. সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচারসমূহ অচল হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে সরকারী বিপুল অর্থব্যয়ে নির্মিত এসকল স্থাপনা প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ব্যহত করে।	15. ওয়াটার কন্ট্রোল ষ্ট্রাকচারসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিয়মিত মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাজস্ব বাজেটের আওতায় সংস্থান করতে হবে।
16. প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ল্যাব কাম অফিস ভবনটি ল্যাব যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়নের সময় স্থাপনযোগ্য যন্ত্রপাতি ন্যুনতম স্থান (Minimum required space) বিবেচনা করা হয়নি।ল্যাব যন্ত্রপাতি, ফিল্ড যন্ত্রপাতি এবং অফিস যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য ল্যাব এসিসটেন্টসহ সহায়ক জনবল না থাকায় প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ল্যাব পুরোপুরি ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না।	16. নির্মিত ল্যাবরেটরীর পুর্নাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাক ল্যাব এসিসটেন্ট এবং সহায়ক জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অপরিসর ল্যাবটিকে প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ করে বিদ্যমান গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। অপরিসর ল্যাবটিকে প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ করে বিদ্যমান গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

সমস্যা	সুপারিশ
17. প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকৃত সুপারবিট স্টোর রুমের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় সংরক্ষণকৃত গুড় ও অন্যান্য সামগ্রী নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। পরিদর্শনকালে স্টোর রুমের তাপমাত্র কমবেশী ৩৫০ সেলসিয়াস মনে হয়েছে।	17. সুগারবিট থেকে উৎপাদিত গুড় ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য নির্মিত স্টোর রুমের নির্ধারিত তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র সংযোজন করতে হবে।
18. বাংলাদেশের উষ্ণ আবহাওয়ায় কৃষক পর্যায়ে সুগারবিট উৎপাদন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত বীজ সরবরাহ করা প্রয়োজন। আমদানী নির্ভর বীজ যথাযথ মানসম্পন্ন কিনা তা পরীক্ষা পূর্বক কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা না হলে প্রান্তিক কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সুগারবিট উৎপাদনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে।	18. সুগারবিট বীজ সরবরাহ এবং উৎপাদনের কলাকৌশল কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
19. প্রকল্পের আওতায় ৯.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১.৮৪৫৩৬ লক্ষ ছায়াদানকারী গাছের চারা রোপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। PCR এর তথ্যমতে ৯.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ৬১৫১২টি গাছের (৩৩ শতাংশ) বনায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। শতভাগ অর্থ ব্যয় করে ৭৭% কম বনায়নের ফলে প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হয়েছে।	19. শতভাগ অর্থ ব্যয়ে কম বনায়নের বিষয়টি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
20. স্থানীয় সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলেও তাদের কোন ডেটা বেইজ তৈরি হয়নি। ফলে সংস্থার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহনকারীর নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র ও মোবাইল নং ইত্যাদি তথ্য সংম্বলিত ডাটা বেইজ না থাকায় এর সত্যতা যাচাই করা যায়নি।	20. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ডেটা বেইজ (নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র নং, মোবাইল নং ও ছবিসহ) সংশ্লিষ্ট সংস্থার website এ সংযোজন করতে হবে।
21. Prodoc স্বাক্ষর ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন ও অর্থ ছাড়ে প্রায় বিলম্ব হওয়ার কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত করতে বিলম্ব হয়।	21. আন্তর্জাতিক প্রটোকল/কনভেনশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের অনুমোদন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ-কে সচেস্ট হতে হবে।
পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টর:	
1. প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মডার্ন হোস্টেল ভবনটি বিদেশ হতে আগত প্রশিক্ষণার্থী ও গবেষকদের বাসস্থান হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত ভবনটির বাথরুম ফিটিংস, দরজা, জানালা আন্তর্জাতিক মানের নয় যা দেশের ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন করবে।	1. মডার্ন হোস্টেল ভবনের নিম্ন মানের রাথরুম ফিটিংস, দরজা, লক সিস্টেম ইত্যাদি জরুরি ভিত্তিতে প্রতিস্থাপন করতে হবে; প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনসমূহের দরজা, লক সিস্টেম, ছিটকানি, টয়লেটের কমোট, এসি ইত্যাদি নিম্নমানের গ্রহণের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের ব্যাখ্যা জানা যেতে পারে; প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিভিন্ন ভবনের স্থায়িত্বের জন্য নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দ রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
পানি সম্পদ সেক্টর:	
1. বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি; প্রকল্প পরিচালক ঘন ঘন বদলী, অতিরিক্ত জিও ব্যাগ নির্মাণের ফলে সরকারের প্রায় ৪.০০-৫.০০ কোটি টাকা অপচয় হয়েছে।	1. প্রকল্প পরিচালক বদলীর বিষয়টি পরিহার করতে হবে। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পে পরিচালকের বদলীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে প্রকল্প পরিচালক বদলী

সমস্যা	সুপারিশ
	সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ/অনুমোদন ক্রমে বদলী করতে হবে। অতিরিক্ত জিও ব্যাগ সংগ্রহ ও রিজার্ভ ব্লক নির্মাণ করে সরকারি অর্থ অপচয়ের জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; স্টককৃত ব্লক এ প্রকল্পের কোন কাজে লাগবে না। এ ব্লকগুলো স্থানান্তরপূর্বক অন্য কোন Emergency কাজে লাগানো যেতে পারে।
2. তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পটি জুন, ২০১৪ মাসে সমাপ্ত হয়েছে কিন্তু ক্যানেলের দুই ধারের বিভিন্ন স্থানে ভাংগন দেখা গেছে;খালের ডাইক বালু মাটির হওয়ায় প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে রেইন কাট (Rain Cut) হয়।	2. তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পটি রংপুর, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলার শস্য ভান্ডার। এ জেলাগুলোতে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রকল্পটির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদানপূর্বক প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ করা প্রয়োজন।
3. যে ৩০টি প্রকল্পের EIA সম্পাদন করা হয়েছে সেগুলো অনুমোদিত না হলে EIA এর জন্য ব্যয়িত অর্থ কাজে আসবে না।	3. ভবিষ্যতে EIA সম্পাদনের জন্য সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার পদ্ধতি অনুযায়ী প্রকল্প নির্ধারণ করা যেতে পারে।
শিল্প	
১. প্রকল্প দলিল প্রণয়নকালে ব্যয় প্রাক্কলন এবং কার্যক্রমসমুহের জন্য ক্রিটিক্যাল পাথ অনুসরণ করে নির্ধারণ না করা;	1. প্রকল্প দলিল প্রণয়নকালে ব্যয় প্রাক্কলন এবং কার্যক্রমসমুহের জন্য ক্রিটিক্যাল পাথ অনুসরণ করে নির্ধারণ করতে হবে;
২. ভূমি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত না হয়েই প্রকল্পের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে ফলে ভূমি না পেয়ে নতুন স্থান নির্ধারণ করার পর ভূমি অধিগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।	2. ভূমি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে প্রকল্পের স্থান নির্ধারণ করতে হবে।
৩. প্রকল্পের কারিগরি দিক সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালকের সম্যক ধারণা না থাকায় যন্ত্রপাতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভবনসমূহ নির্মিত না হওয়া।	3. প্রকল্পের কারিগরি দিক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আছে এমন ব্যক্তিকে প্রকল্প পরিচালক হিসের নিয়োগ প্রদান করতে হবে।
৪. প্রকল্প সাইটে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল নথি সংরক্ষণ করা হয় না।	4. প্রকল্প সাইটে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল নথি সংরক্ষণ করতে হবে।
বিদ্যুৎ	
1. প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নে অত্যাধিক বিলম্ব।	1. প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মতভাবে ব্যয় ও সময় নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা অনুসরণ করা প্রয়োজন।
2. কাজের গুণগতমান সংক্রান্ত।	2. কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত ঠিকাদার নিয়োগ করা প্রয়োজন। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ বিশেষ করে নিম্নমানের পূর্ত কাজের জন্য তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
3. সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সংক্রান্ত।	3. সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী দেশ/প্রতিষ্ঠান থেকে দ্রুত সঠিক সময়ে অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

সমস্যা	সুপারিশ
4. প্রকল্পের যানবাহন সংক্রান্ত।	4. বিদ্যমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
5. প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত।	5. প্রকল্প সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি বা পরিবর্তন না করে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে সচেষ্ট থাকার প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন সংস্থার আওতায় বাস্তবায়নাধীন ও ভবিষ্যতে প্রকল্পের জন্য সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী পূর্ণকালীন ও যোগ্য প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়টি উদ্যোগী বিভাগ হতে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
6. পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব।	6. প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পর পরই পিসিআর প্রণয়ন করে আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।
7. প্রকল্পটির আওতায় সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টটি স্থাপনের পর জুলাই '২০১২ মাস থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে আসছে যা সরাসরি ন্যাশনাল গ্রীডে সংযোজিত হচ্ছে। পরিদর্শকালে পাওয়ার প্ল্যান্টটি পরিদর্শন করা হয় এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর প্ল্যান্টটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গণপূর্ত অধিদপ্তরের কাছে অর্পণ করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। পরিদর্শনকালে প্ল্যান্টটিতে আবর্জনা ও শুকনো পাতা, ইত্যাদি জমে থাকতে দেখা গেছে যা অভিপ্রেত নয়। এর ফলে সূর্যের আলো থেকে সৌরশক্তি আহরণ কিছুটা হলেও ব্যাহত হচ্ছে মর্মে প্রকল্পসূত্রে জানা গেছে।	7. ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গতানুগতিক উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সৌর শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন নি:সন্দেহে একটি ভাল এবং পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ। সুতরাং এর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অধিকতর তৎপর ও মনোযোগী হতে হবে। জাতীয় সংসদ সচিবালয় বিষয়টি গণপূর্ত বিভাগকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেবে।
8. প্রকল্প সমাপ্তির ৬ মাস পরেও সিভিল অডিট ডিভিশন কর্তৃক পরিচালিত অডিট প্রতিবেদন প্রকল্প কার্যলয়ে প্রেরণ করা হয়নি মর্মে জানা গেছে, যা কাম্য নয়।	8. সিভিল অডিট ডিভিশন কর্তৃক পরিচালিত অডিট প্রতিবেদন যথাশীঘ্র প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	
1. প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নে অত্যাধিক বিলম্ব	1. প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মতভাবে ব্যয় ও সময় নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা অনুসরণ করা প্রয়োজন।
2. কাজের গুণগতমান সংক্রান্ত	2. কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত ঠিকাদার নিয়োগ করা প্রয়োজন।
3. সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সংক্রান্ত	3. সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী দেশ/প্রতিষ্ঠান থেকে দ্রুত সঠিক সময়ে অর্থ প্রাপ্তিতার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
4. প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত	4. প্রকল্প সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি বা পরিবর্তন না করে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়াগে সচেষ্ট থাকার প্রয়োজন আছে।

সমস্যা	সুপারিশ
পরিবহণ	
1. যথাযথ সমীক্ষা ছাড়া প্রকল্প গ্রহণ ও ব্যয় প্রাক্কলন করা।	1. প্রকল্প গ্রহণকালে পর্যাপ্ত সমীক্ষা ও বাস্তবভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করতে হবে।
2. ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন ও পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক না থাকা।	2. প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করতে হবে এবং প্রকল্প সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যথাসম্ভব প্রকল্প পরিচালককে বদলী করা যাবেনা। প্রয়োজনে ছোট ছোট প্রকল্পের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায় প্রকৌশলীর পরিবর্তে নির্বাহী প্রকৌশলী পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে।
3. প্রকল্পভিত্তিক ক্রয় কার্যক্রম/ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করে আর্থিক বছরভিত্তিক ছোট ছোট প্যাকেজে ঠিকাদার নিয়োগ করার প্রবনতা।	3. প্রকল্প অনুমোদনের অনধিক ৬ মাসের মধ্যে প্রকল্পের বিপরীতে যথাসম্ভব সকল ঠিকাদার নিয়োগ/ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
4. ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা।	4. একনেক/সরকারের সর্বোচ্চ ফোরামে অনুমোদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া আরও যুগোপযোগী ও সরলীকরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
5. অনুমোদিত ডিপিপি'র তুলনায় অধিক সময় ও ব্যয়ে প্রকল্প সমাপ্ত করা।	5. অনুমোদিত ডিপিপি'র কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ এবং কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।
6. টঙ্গী এলাকায় নৌ-পথে কয়েকটি লো-হাইটের সড়ক ব্রীজ এবং রেলওয়ে ব্রীজ আছে। ব্রীজগুলো প্রতিস্থাপনের জন্য সরকারের নির্দেশনা থাকার পরেও তা প্রতিস্থাপনের তেমন কোন উদ্যেগ নেয়া হচ্ছে না বলে জানা যায়। ফলে শুধুমাত্র কার্গো চলাচল করতে পারলেও ছোট আকারের একতলা লঞ্চ ব্যতিত অন্য কোন লঞ্চ চলাচল করতে পারে না। প্রকল্পের আওতায় খননকৃত ঢাকার অভ্যন্তরের খালগুলোর মধ্যে রামপুরা খালটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করা যায় খালটিতে প্রচুর নৌ-যান চলাচল করছে। কিন্তু হাতির ঝিল প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকার সুয়ারেজ সরাসরি রামপুরা খালে চলে আসায় খালটির পানির মান প্রচন্ড ভাবে দূষিত হচ্ছে।	6. ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর দুষণরোধকল্পে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। নদীগুলোর আশে পাশের শিল্প কারখানা বিশেষ করে তেজগাঁও এলাকা, বিসিক এলাকা ও টঙ্গীর সকল প্রকার শিল্প কারখানার বর্জ্য শোধনের ব্যবস্থা নেয়া জরুরী। এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হলো। হাতির ঝিল এলাকার বর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হলে রামপুরা খালের পানি প্রচন্ডভাবে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পাবে এবং ঢাকার এ গুরুত্বপূর্ণ খালটি নৌ-চলাচলের উপযোগী থাকবে।
7. নিয়মিত ষ্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইএসি'র সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ার ফলে স্বচ্ছতার ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যায়। মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের কারিগরী কর্মকর্তাদের পরিকল্পনা, প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়।	7. প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভবিষ্যতে নিয়মিত স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি সভা অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন। মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের কারিগরী কর্মকর্তাদের জন্য পরিকল্পনা ও প্রকিউরমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	
1. প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণ এবং তা দখলে নিতে বিলম্ব হয়। এতে প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে।	1. জমি অধিগ্রহন কার্যক্রম দ্রুততারর সাথে সম্পন্ন করতে এবং অধিগ্রহণকৃত জমি দখলে নিতে দখলে নিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন এবং আইন শৃংখলা বাহিনীর সহায়তা নিতে হবে।

সমস্যা	সুপারিশ
2. বন্দরসমূহে আমদানীকৃত ভারী মালামালসমূহ রাখার জন্য আলাদা কোন ইয়ার্ড নেই।	2. আমদানীকৃত ভারী মালামালসমূহ রাখার জন্য বন্দরসমূহে হেভি স্টেক ইয়ার্ড নির্মাণ করা যেতে পারে।
3. স্থল বন্দরসমূহে গড়ে প্রতিদিন ২৫০-৩০০ লোক ভারতে যাওয়া আসা করে থাকে। বাণিজ্য প্রসারের সাথে সাথে এ সংখ্যাও বাড়ছে। অথচ যাত্রীদের সাময়িক অবস্থান, বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা নেই। এজন্য প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণ করা প্রয়োজন।	3. বন্দরে ১টি প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণ করা যেতে পারে।
4. স্থল বন্দরসমূহে গড়ে প্রতিদিন ৫০০ টি ভারতীয় এবং বাংলাদেশী ট্রাক আসা-যাওয়া করে। ট্রাক টার্মিনাল না থাকায় গাড়ী যাতায়াতে যানজট সৃষ্টি হয়।	4. আমদানী এবং রপ্তানী কাজে ব্যবহৃত ট্রাকগুলো রাখার জন্য ১টি ট্রাক টার্মিনাল ইয়ার্ড নির্মাণ করা যেতে পারে।
5. স্থল বন্দরসমূহে নির্মিত ইয়ার্ডসমূহ ঢালাই না করায় প্রচন্ড ধূলাবালিযুক্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।	5. ওপেন স্টেক ইয়ার্ড আরসিসি ঢালাইয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
6. প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রো রো ফেরীতে পুরাতন মরিচা ধরা রড, নিম্নমানের শীট, নিম্নমানের ডায়নামো ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সরকারের অর্থের অপচয় হয়েছে এবং ফেরীগুলো কাঙ্খিত আয়ুস্কাল পাবে না।	6. ফেরীতে নিম্নমানের মরিচা ধরা পুরনো রড ব্যবহার, নিম্নমানের ডায়নামো ক্রয়, নিম্নমানের ডেকের শীট ব্যবহার, পন্টুন নির্মাণে বড় ধরণের ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে পন্টুন বুঝে নেয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করে খতিয়ে দেখতে পারে।
7. ফেরী নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের ফেরী নির্মাণে অদক্ষতা/অধিক মুনাফা লাভের আকাঙ্খায় পন্টুন নির্মাণে বড় ধরণের ত্রুটি রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।	7. দক্ষ ফেরী নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ফেরী, পন্টুন নির্মাণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে দক্ষ ফেরী নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদানের জন্য দরপত্র যথাযথ মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।
8. ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন না করা।	8. সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা যথাযথভাবে প্রতিপালনের বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা নিশ্চিত করবে।
9. ভৌত নির্মাণ কাজে ল্যাবরেটরি টেষ্ট সম্পন্ন না হওয়া।	9. ভৌত নির্মাণ উপকরণাদির মান নিশ্চিত করার স্বার্থে সকল নির্মাণ উপকরণাদির ল্যাবরেটরি টেষ্ট সম্পন্ন করত: তার যথাযথ ব্যবহার বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে ।
10. Time over run ও Cost over run	10. প্রকল্প প্রণয়নকালে এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে প্রকল্পের Time over run ও Cost over run না ঘটিয়ে নির্ধারিত ব্যয় ও সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা যায়। এতে সরকারের বাস্তবায়িত প্রকল্প যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে এবং সরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে।
11. জনবল না থাকা।	11. প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের পূর্বে তার পরিচালনা ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

সমস্যা	সুপারিশ
12. এক্সটার্নাল ও ইন্টারনাল অডিট আপত্তি নিস্পত্তি না হওয়া।	12. আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিস্পত্তি করতে হবে।
13. পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন না করা।	13. প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের স্বার্থে নিয়মিতভাবে পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে।
14. প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নে অত্যাধিক বিলম্ব।	14. প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মতভাবে ব্যয় ও সময় নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা অনুসরণ করা প্রয়োজন।
15. কাজের গুণগতমান সংক্রান্ত।	15. কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত ঠিকাদার নিয়োগ করা প্রয়োজন। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ বিশেষ করে নিম্নমানের পূর্ত কাজের জন্য তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
16. পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব।	16. প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পর পরই পিসিআর প্রণয়ন করে আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।
17. ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব।	17. প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টি পূর্ব থেকে নিস্পত্তি করা আবশ্যক।
18. ছাড়কৃত অর্থের অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা সংক্রান্ত কোন তথ্যাদি আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়নি।	18. ছাড়কৃত অর্থের অব্যয়িত অংশ সরকারী কোষাগারে জমা সংক্রান্ত তথ্যাদি অবশ্যই আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে।
19. সমাপ্ত প্রকল্পটির পিসিআর পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, প্রকল্পটির কোন External এবং Internal Audit সম্পন্ন করা হয়নি।	19. প্রকল্পটির External এবং Internal Audit সম্পন্ন করে তার ছায়ালিপি আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে।
20. নাফ নদীর অপর তীরে মায়ানমার অঞ্চলে কোথাও কোথাও কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া আছে যা বাংলাদেশ অংশে নেই। সে কারণে মাদক চোরাচালানকারীরা মাদক পাচারে সুযোগ পাচ্ছে।	20. সীমান্ত চোরাচালান প্রতিরোধে আরোও কার্যকর পদক্ষেপসহ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।
শিক্ষা ও ধর্ম	
1. প্রকল্প দলিল প্রণয়নকালে ব্যয় প্রাক্কলন এবং কার্যক্রমসমুহের জন্য ক্রিটিক্যাল পাথ অনুসরণ করে নির্ধারণ না করা।	1. প্রকল্প দলিল প্রণয়নকালে ব্যয় প্রাক্কলন এবং কার্যক্রমসমুহের জন্য ক্রিটিক্যাল পাথ অনুসরণ করে নির্ধারণ করতে হবে।
2. ভূমি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত না হয়েই প্রকল্পের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে ফলে ভূমি না পেয়ে নতুন স্থান নির্ধারণ করার পর ভূমি অধিগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।	২. ভূমি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে প্রকল্পের স্থান নির্ধারণ করতে হবে।

সমস্যা	সুপারিশ
৩. প্রকল্পের কারিগরি দিক সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালকের সম্যক ধারণা না থাকায় যন্ত্রপাতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভবনসমূহ নির্মিত না হওয়া।	3. প্রকল্পের কারিগরি দিক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আছে এমন ব্যক্তিকে প্রকল্প পরিচালক হিসের নিযোগ প্রদান করতে হবে।
৪. প্রকল্প সাইটে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল নথি সংরক্ষণ করা হয় না।	4. প্রকল্প সাইটে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল নথি সংরক্ষণ করতে হবে;
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	
1. সুষ্ঠুভাবে ক্লাব নির্বাচন করা হয়নি। অধিকাংশ স্থানেই এনজিও প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে। ফলে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। 2. সরবরাহকৃত কম্পিউটার দিয়ে অফিসের নিজস্ব কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। বেকার যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ বা প্র্যাক্টিস করার কাজটি কম হচ্ছে। 3. ক্লাব কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর বিতরণকৃত সার্টিফিকেটের গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে না। ফলে তাদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণে আগ্রহী যুবদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছেনা। 4. প্রকল্প অনুমোদন হওয়ার প্রায় দুই বছর পর কার্যক্রম শুরু হওয়ায় প্রকল্পের কাঙ্খিত ফলাফল পেতে বিলম্ব হয়েছে। 5. প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে শুরু না হওয়ায় সিওয়াইপি’র প্রতিশ্রুত অর্থ (প্রকল্প সাহায্য) পাওয়া যায়নি।	১. ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহণকালে স্থানীয় প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকৃত ক্লাব নির্বাচন করতে হবে। ২. সরবরাহকৃত কম্পিউটারটির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাদের নিবিড় তদারকীর প্রয়োজন। ৩. ক্লাব তার প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণকালে যুব উন্নয়নের সম্পৃক্তায় যৌথভাবে তা করতে পারে কিনা সে বিষয়টি বিবেচনায় রাখা যেতে পারে। ৪. ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহণ করা হলে তা বাস্তবায়নে অযথা বিলম্ব পরিহার করা প্রয়োজন। ৫. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দেশের দারিদ্র হ্রাসে ভুমিকা রাখার জন্য এই জাতীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেতে পারে।
স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ	
1. cwi`k‡bi mgq বিভিন্ন ভবনে KwZcq mgm¨v cwijw¶Z n‡q‡Q, †hgb- (K) †iwWIjRx wefv‡Mi Gg.Avi.AvB K‡›Uvj রুমে WvK jvBb w`‡q cwb c‡o; (L) c¨v_jRx wefv‡Mi 204 Ges 205 bs রুমের বাথরুমের cwbi jvB‡bi cwb রুমে c‡ek K‡i; (M) ev‡qv‡Kwgwó wefv‡M 206 bs রুমের djm wmwjs Gi Dc‡i ev_রুমের cwbi jvB‡bi cwb c‡o; (N) ল্লvW e¨vs‡Ki 209, 210 bs রুমের G/wm Ges ev_রুমের jvB‡bi cwb c‡o; (O) 507 bs Iqv‡Wi †`qv‡j লোনা a‡i S‡i co‡Q; (P) mKj Iqv‡Wi `Bcv‡ki ev_রুমের †`qvj †fRv _vKvq †`qvj bó n‡q hv‡"Q; (ছ) G‡mbwmqvj Ges óvd Wi‡gUix‡Z বাথরুমের Kj, ‡ewmb Ges `iRv bó; Ges (জ) bvm Wi‡gUix febwUi evB‡ii Iqv‡j bxP †_‡K Dci chন্ত dvUj a‡i‡Q| গণপূর্ত বিভাগ প্রতিনিধি হাসপাতাল ভবন হস্তান্তরের পূর্বে এসব প্রয়োজনীয় মেরামত সম্পন্ন নিশ্চিত করবেন মর্মে জানিয়েছেন। 2. G cK‡íi me‡kl ms‡kwaZ Ab‡gw`Z e¨q ২৩১৭১.৬৩ j¶ UvKv Ges me‡gvU e¨q n‡q‡Q ২৩০৯০.৭৬ j¶ টাকা।	1. নির্মিত ভবনগুলো পরিদর্শনের সময় নির্মাণ কাজের চিহ্নিত ত্রুটিসমূহ অতি দ্রুত মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন; 2. প্রকল্পের মেয়াদকালে বছরওয়ারী Ae¨wqZ A_ (সর্বমোট ১৫৮৫.৪৮ লক্ষ টাকা) h_vনিয়মে miKvরি †KvlvMv‡i Rgv bv n‡q _vK‡j, Zv miKvরি †KvlvMv‡i জমাদান অথবা বার্ষিক রিকনসিলিয়েশন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে এবং আইএমইডিকে অবহিত করবে। 3. হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হাসপাতালের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দাতব্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট থাকবে। অধিকন্তু পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত হাসপাতালসমূহ কর্তৃক স্বল্পমূল্যে/ বিনামূল্যে দাতব্য চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়নসহ মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

সমস্যা	সুপারিশ
wcwmAvi chv‡jvPbv K‡i †`Lv hvq- cK‡íi Aax‡b †gvU QvoKZ wRIwe UvKvi cwigvY ২৪৬৭৬.২৪ j¶ UvKvi wRIwe Lv‡Z ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের পর ১৫৮৫.৪৮ j¶ UvKv অব্যয়িত ছিল| ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ প্রকল্প পরিচালক বছরওয়ারী প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বরাবর পত্রের মাধ্যমে সমর্পণ করেছেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা (১৩ নভেম্বর,২০১২) অনুযায়ী উন্নয়ন বাজেটের অব্যয়িত অর্থ সমর্পণের ক্ষেত্রে প্রকল্পের অব্যয়িত সমুদয় অর্থ জিও জারীর ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা সি.এ.ও বরাবরে আদেশ জারীর মাধ্যমে সমর্পণের বিধান থাকলেও এ প্রকল্পটির ক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়। 3. `wi` †ivMx‡K ¯íg‡j¨ wPwKrmv †mev c`v‡bi wel‡q †Kvb mwbw`ó MvBW jvBb cYqb Kiv nqwb|	
সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	
1. আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সাড়ে তিন মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও কয়েকটি প্রকল্পের পিসিআর বিলম্বে পাওয়া যায়, যা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্খিত এবং এত দেরিতে পিসিআর প্রেরণ যে কোন প্রকল্প সঠিকভাবে মূল্যায়নের অন্তরায়। 2. প্রকল্পটি জুন, ২০১৩ এ সমাপ্ত হলেও ০২/১২/২০১৪ তারিখে প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের সময় দেখা যায় যে, প্রকল্পের নির্মাণ কাজের অন্তর্ভুক্ত কাজগুলো এখনও সম্পন্ন হয়নি। যেমন- যন্ত্রপাতিগুলো এখনো স্থাপন করা হয়নি; সেন্ট্রাল এসি চালু করা হয়নি; পাম্প মটর স্থাপন করা হয়নি; ফলস্ সিলিং, ফ্লোর ম্যাট ও টাইলস্ স্থাপন করা সম্পন্ন হয়নি; সাউন্ড সিস্টেম চালু করা সম্ভব হয়নি। 3. পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় সহিংসতার শিকার নারীদেরকে নিয়ে একটি ডাটাবেইজ গঠন করা বাবদ ১৯.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। তবে প্রকল্প পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এ সম্পর্কিত কোন তথ্য দিতে সক্ষম হননি। এছাড়াও সিলেট জেলা পরিদর্শনের সময় এ রকম ডাটাবেইজের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ বিষয়ে কিছু জানেন না মর্মে জানিয়েছেন। 4. সরবরাহকৃত কম্পিউটার দিয়ে অফিসের নিজস্ব কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। বেকার যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ বা প্র্যাক্টিস করার কাজটি কম হচ্ছে। 5. প্রকল্প অনুমোদন হওয়ার প্রায় দুই বছর পর কার্যক্রম শুরু হওয়ায় প্রকল্পের কাঙ্খিত ফলাফল পেতে বিলম্ব হয়েছে।	1. বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ মোটেই কাম্য নয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যতে যথাসময়ে পিসিআর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। 2. প্রকল্পের নির্মাণ কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন করে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সকল যন্ত্রপাতি স্থাপন করে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ইউনিটটি দ্রুত চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। 3. প্রকল্পের আওতায় ১৯.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরিকৃত ডাটাবেইজ সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। কাজেই এ ধরনের ডাটাবেইজ আদৌ তৈরি করা হয়েছে কি-না বা তৈরি করা হয়ে থাকলে এটি যে উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে, সে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে কি-না সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তা খতিয়ে দেখে আইএমইডি'কে অবহিত করবে। 4. সরবরাহকৃত কম্পিউটারটির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাদের নিবিড় তদারকীর প্রয়োজন। 5. ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহন করা হলে তা বাস্তবায়নে অযথা বিলম্ব পরিহার করা প্রয়োজন।
জনপ্রশাসন	

সমস্যা	সুপারিশ
1. সকল ভবনে যথাযথ তদারকির অভাবে সমুদয় এসি স্থাপনের অব্যবস্থাপনার জন্য ভবনের সৌন্দর্যহানিসহ সিভিল কাজের ত্রুটি দৃশ্যমান হয়েছে। এটি নিরাপত্তার দিক থেকেও ঝুঁকিপূর্ণ। 2. প্রশিক্ষণ ভবনের বাথরুম এবং অফিস ব্লকের কক্ষগুলিতে দৃশ্যমান ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। 3. ই-ফাইল ব্যবস্থা পুরোপুরি ব্যবহার না হওয়ায় এ প্রকল্পের সার্বিক সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে না। 4. মাঠ পর্যায়ে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং না হওয়ায় স্থাপিত সফটওয়্যারের ব্যবহারও সম্প্রসারণ করা যাচ্ছে না। 5. কইকার সাথে চুক্তি পর্যায়ে অস্পষ্টতা থাকায় প্রোগ্রামের সোর্স কোড ব্যবহার করতে না পারায় মন্ত্রণালয়ের বর্তমান চাহিদা পূরণে সফটওয়্যার কাষ্টমাইজ করা সমস্যা হচ্ছে। 6. cKí mgwßi `xNw`b c‡il AwWU AvcwËmg‡ni wb®úwË cwµqvaxb, hv mgxPxb bq| 7. প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, Proposal Opening Committee (POC) এবং Proposal Evaluation Committee (PEC) ৮ জন সদস্য নিয়ে গঠন করা হয়েছিল যা PPR-08 এর পরিপন্থী। PPR-08 অনুযায়ী ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট POC এবং সর্বোচ্চ ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট PEC গঠন করার নিয়ম রয়েছে। এছাড়া, আলোচ্য প্রকল্পে একটি কমিটিই POC ও PEC এর দায়িত্ব পালন করছে-এটিও PPR-08 এর নিয়ম বহির্ভূত।	1. সমুদয় এসি স্থাপনের অব্যবস্থাপনাজনিত ত্রুটি দ্রুত সংশোধন করে ভবনসমূহের সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনতে হবে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। 2. প্রশিক্ষণ ভবনের বাথরুম এবং অফিস ব্লকের কক্ষগুলিতে দৃশ্যমান ফাটল দ্রুত মেরামত করতে হবে। 3. ডিসি ও বিভাগীয় কমিশনারের অফিসের সাথে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ই-ফাইল ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু করা যেতে পারে। 4. মাঠ পর্যায়ে আইসিটি ডেভেলপমেন্টের জন্য ডিসি ও বিভাগীয় কমিশন অফিসের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করা যেতে পারে। 5. কইকার সাথে প্রোগ্রামের সোর্স কোড ব্যবহার করার বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। 6. cK‡í DÌwcZ AwWU AvcwËmg‡ni wb®úwË h_vkxN Kivi j‡¶¨ e¨e¯v MnY Kiv AZ¨vek¨K| 7. এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ এবং Policy-oriented প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যাবলী যাতে অসম্পন্ন না থাকে এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সজাগ দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।
বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	
1. প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time Over-run) 2. প্রকল্পের cost over run; 3. অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় না। 4. প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ যথাসময়ে নিস্পন্ন করা হয় না; 5. প্রকল্পের সমাপ্ত প্রতিবেদন যথাসময়ে IMED তে প্রেরণ না করার ফলে প্রকল্পের মূল্যায়ন যথা সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। 6. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত গাড়ী সরকারী পরিবহন পুলে জমা না দেয়া।	1. চলতি এবং ভবিষ্যতে গৃহীতব্য প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন যথাসময়ে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবাযনকারী সংস্থা ও মন্ত্রণালয়কে আরো সচেষ্ট হতে হবে। 2. প্রকল্প প্রণয়নকালে এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে প্রকল্পের cost over run না হয়; 3. সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত সেগুলো সংস্থার টিওইভুক্ত করে রাজস্ব বাজেটে বাৎসরিক পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন; 4. অধিক স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রকল্পটির অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিস্পত্তি করতে হবে; 5. প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে আইএমইডি-তে প্রেরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে আরো সচেষ্ট হতে হবে। 6. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত গাড়ী প্রকল্প সমাপ্তির পর সরকারী পরিবহন পুলে জমা দিতে হবে অথবা প্রয়োজনের তাগিদে সেটি ব্যবহারের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রালয়ের অনুমতি নিতে হবে।

সমস্যা	সুপারিশ
শ্রম ও কর্মসংস্থান	
1. প্রাপ্ত পিসিআর এর সার্ভে/ স্টাডি ও সান্ড্রি খাতে যথাক্রমে ৫০.২২ ও ১৩.১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে যথাক্রমে ৫০.৫২ ও ১৩.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ দুটি খাতে বরাদ্দের চেয়ে বেশী ব্যয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আন্ত:খাত সমন্বয় করার বিধান থাকলেও, ডিপিইসির সভা আহবান ও এর সুপারিশের মাধ্যমে আন্ত:খাত সমন্বয় করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না। 2. পরিদর্শনের সময় মূল্যায়নের জন্য জরুরী প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য (যেমন; অতিরিক্ত ব্যয়, বিস্তারিত ট্রেনিং কার্যক্রম ইত্যাদি) ঠিকমতো পাওয়া যায়নি। প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের (বিশেষ করে আইএলও) কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ও সময়মতো ফিডব্যাক পাওয়া যায়নি। ফলে মূল্যায়ন কাজে বিঘ্ন ঘটেছে। 3. প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এ অনুমোদিত টিপিপি সংস্থানকৃত অংগের ব্যয় উল্লেখ না করে টিপিপি বহির্ভুত কতিপয় অংগের ব্যয়ের অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা যায়; যা পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলা পরিপন্থী।	1. পিসিআর এর প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায় যে, সার্ভে/স্টাডি ও সান্ড্রি খাতে বরাদ্দের চেয়ে বেশী ব্যয় করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সংস্থার কাছে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা চাইবে এবং আন্ত:খাত সমন্বয় করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা- এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় আইএমইডিকে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করবে। 2. ভবিষ্যতে উন্নয়ন সংস্থার সাথে যৌথভাবে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পে মনিটরিং এবং প্রকল্প সংক্রান্ত অগ্রগতিসহ বিভিন্ন তথ্য আইএমইডিকে সময়মতো প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। 3. অনুমোদিত টিপিপি'র বহির্ভুত অংগে ব্যয় করা সম্পূর্ণ নিয়ম-নীতি পরিপন্থী। প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি বহির্ভুত অংগে ব্যয়ের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি'কে অবহিত করবে।
যোগাযোগ সেক্টর:	
১. দেশের আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান। এখানকার জনবলকে যথেষ্ট প্রশিক্ষিত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে যাতে করে তারা তাদের দায়িত্ব আরও সুষ্ঠুভাবে পালনে সক্ষম হন। এতদ্সত্ত্বেও কতিপয় আঞ্চলিক পর্যবেক্ষণাগারসহ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সদর দফতরে পর্যাপ্ত সংখ্যক জনবলের অভাব রয়েছে। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক Organizational restructure সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশকৃত আছে; ২. Rain gauges সহ অন্যান্য NWP ইক্যুইপমেন্ট ক্রয়ে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটেছে এবং বিলম্বে কাজ শুরু হওয়ার কারণে রাডারে প্রাপ্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং Surface observation এর মধ্যে প্রাপ্ত তথ্যের accumulation করে correlation করা সম্ভব হচ্ছে না মর্মে প্রকল্পসূত্রে জানা গেছে ; এবং ৩. রংপুরে স্থাপিত দেশের উত্তরাঞ্চলের জন্য একমাত্র রাডার স্টেশনটি অকেজো অবস্থায় বিদ্যমান আছে মর্মে প্রকল্পসূত্রে জানা গেছে।	১. আবহাওয়া অধিদপ্তরের পর্যাপ্ত জনবল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোমধ্যে পেশকৃত Organizational restructure সম্পর্কিত প্রস্তাবটি বিবেচনায় এনে যথাশীঘ্র ব্যবস্থা নেয়া সমীচীন ; ২. রংপুর রাডার স্টেশনটি অনতিবিলম্বে মেরামত করার ব্যবস্থা আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক গ্রহণ করতে হবে ; ৩. Optimized Radar Rainfall data এবং বৃষ্টিপাতের Surface observation এর correlation এর কাজ শুরু করা আবশ্যক ; অন্যথায় প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হবে না; এবং ৪. নোট অনুচ্ছেদ ১৯.১ থেকে ১৯.৩ পর্যন্ত উল্লিখিত বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা আইএমই বিভাগে জানাতে হবে।
ক. কেন্দ্রভিত্তিক সমস্যাঃ **কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, তারাশ, সিরাজগঞ্জঃ** ৪. সিরাজগঞ্জ আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভবন নির্মাণের কাজ গড়পড়তা মানের হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় আস্তরণ উঠে গেছে। অফিস ভবনের অবজারভেটরী কক্ষের দেয়ালে বড় ধরনের ফাটল দেখা গেছে। ফাটলটি মেরামত না করা হলে ভবনের ক্ষতি হতে পারে;	**ক. নির্দিষ্ট কেন্দ্রভিত্তিকঃ** **কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, তারাশ,সিরাজগঞ্জঃ** ৫. সিরাজগঞ্জ আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের যেসব জায়গায় আস্তরন খসে পড়েছে সেখানে নতুন করে প্লাস্টার করতে হবে এবং অফিস ভবনের অবজারভেটরী কক্ষের দেয়ালে বড় ধরনের ফাটল

সমস্যা	সুপারিশ
৫. সিরাজগঞ্জ আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের মাঠের বেশির ভাগ জায়গা জুড়েই ঘন কাশবন। এ ধরনের কাশবন সঠিক আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ পরিমাপের অন্তরায়;	মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী/ প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;
কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, বদলগাছি, নঁওগা	
৬. ডরমিটরীর নির্মাণ কাজের মান মোটামুটি সন্তোষজনক মনে হয়েছে। তবে দেয়ালের দুই একটি জায়গায় কিছু হেয়ার ক্র্যাক এবং প্লাস্টার উঠে যেতে দেখা গেছে;	৬. সিরাজগঞ্জ আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের মাঠের বেশির ভাগ জায়গা জুড়েই ঘন কাশবন। আবহাওয়ার সঠিক পর্যবেক্ষণ পাওয়ার নিমিত্ত কাশবন কেটে মাঠটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;
কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, রাজারহাট,কুড়িগ্রামঃ	**কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, বদলগাছি, নঁওগাঃ**
৭. কুড়িগ্রাম আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ইলেকট্রিক ওয়্যারিং এর কাজ ভাল না হওয়ার কারণে ভোল্টেজ আপডাউন করে ফলে ঘন ঘন বাল্ব কেটে যায়, এছাড়া সোলার প্যানেল, ডরমিটরী ভবনের কয়েকটি ফ্যান, সহকারী আবহাওয়াবিদের আবাসিক কক্ষের গিজার এং অফিস ভবনের সাবমারসিবল পাম্প নষ্ট অবস্থায় দেখা যায়। এছাড়া ইলেকট্রিক তারগুলো অ্যালুমিনিয়ামের হওয়ায় মরিচা পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে;	৭. নঁওগা আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারে নির্মিত ভবনসমূহের দেয়ালের যেসব জায়গায় হেয়ার ক্র্যাক দেখা গেছে এবং প্লাস্টার উঠে সেসব জায়গা হেয়ার ক্র্যাক দূর করে নতুন করে প্লাস্টার করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী/ প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;
কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, গোপালগঞ্জঃ	**কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, রাজারহাট,কুড়িগ্রামঃ**
৮. গোপালগঞ্জ আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভবনসমূহের নির্মাণ কাজের মান মোটেও সন্তোষজনক নয়। ভবনসমূহের দেয়ালের বিভিন্ন জায়গায় প্লাস্টার খসে পড়েছে এবং অফিস ভবনের বিভিন্ন জানালা সংলগ্ন দেয়ালের উপরের প্লাস্টার মারাত্মকভাবে ক্ষয় হওয়া অবস্থায় দেখা যায়। ডরমেটরীর দরজাগুলোতে লাগানো ডোরসিল এর টাইলস খসে পড়েছে;	৮. কুড়িগ্রাম আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারে নষ্ট হয়ে যাওয়া সোলার প্যানেল, অফিস ভবনের সাবমারসিবল পাম্প এবং সহকারী আবহাওয়াবিদের আবাসিক ভবনে গিজার সচল করার পাশাপাশি পর্যবেক্ষণাগারে সার্বিক বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী (কুড়িগ্রাম) পিডব্লিউডি এবং প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;
৯. গোপালগঞ্জে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের রিডিং নেওয়ার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মধ্যে ইভাপোরেশন প্যানটি লিক হয়ে যাওয়ায় এতে পানি থাকে না ফলে এ প্যান থেকে ইভাপোরেশনের যথাযথ রিডিং পাওয়া যাচ্ছেনা। এছাড়া সয়েল ময়েশ্চার নেওয়ার জন্য ৫ থেকে ৫০ সেন্টিমিটার গভীরতায় প্রবেশ করানো পাঁচটি থার্মেমিটারের মধ্যে দুটি থার্মেমিটার নষ্ট অবস্থায় দেখা যায়;	**কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার, গোপালগঞ্জঃ**
খ. একাধিক কেন্দ্রে একই সমস্যাঃ	৯. গৃহায়ণ ও গণপূর্ত বিভাগের রাজস্ব বাজেটের আওতায় গোপালগঞ্জ আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভবনসমূহের দেয়ালের খসে পড়া প্লাস্টার, ভবনের জানালা সংলগ্ন দেয়ালের উপরের ক্ষয়ে যাওয়া প্লাস্টার পুনরায় মেরামত করার পাশাপাশি দরজাগুলোতে লাগানো ডোরসিল এর টাইলস পুনঃস্থাপন করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী, পিডব্লিউডি/প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;
১০. সিরাজগঞ্জ এবং গোপালগঞ্জ আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের নির্মিত ভবনগুলোর চারপাশে কোন সারফেস ড্রেইন করা হয়নি যার ফলে বৃষ্টির পানি পড়ে দেয়াল সংলগ্ন মাটি ক্ষয়ে যাচ্ছে, এ অবস্থা চলতে থাকলে ভবনের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে;	১০. গোপালগঞ্জ আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার থেকে আবহাওয়ার সঠিক পর্যবেক্ষণ পাওয়ার লক্ষ্যে
১১. সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ এবং কুড়িগ্রামের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ডরমেটরী ভবনের দরজায় ডোরসিল না থাকায় ভারী বৃষ্টি হলে কক্ষের অভ্যন্তরে পানি প্রবেশ করবে;	

সমস্যা	সুপারিশ
১২. নওগাঁ ও কুড়িগ্রামে ভবনের দেয়াল সংলগ্ন সারফেস ড্রেইন এবং বাউন্ডারী ওয়াল এর অভ্যন্তরে সারফেস ড্রেইন তৈরী করা হলেও পানি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ভারী বর্ষনের ফলে ওভারফ্লো হলে পানি গেট দিয়ে বেরিয়ে আসে;	লিক হয়ে যাওয়া ইভাপোরেশন প্যানের পরিবর্তে নতুন একটি ইভাপোরেশন প্যান এবং সয়েল ময়েশ্চার পরিমাপের জন্য অকেজো থার্মোমিটার দুটির পরিবর্তে নতুন দুটি থার্মোমিটার প্রতিস্থাপন করতে হবে। এ বিষয়ে পরিচালক আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;
১৩. নওগাঁ ও গোপালগঞ্জ আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের সোলার প্যানেল ও এসি কক্ষ নষ্ট অবস্থায় দেখা গেছে এবং নওগাঁ আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের আবাসিক ভবনের ভিআইপি রুমগুলো অপরিচ্ছন্ন এবং টয়লেটসমূহ পরিস্কার নয়;	**খ. একাধিক কেন্দ্র ভিত্তিকঃ**
১৪. জুন, ২০১৪ তে পকল্পটি সমাপ্ত হলেও পরিদর্শনের দিন পর্যন্ত প্রকল্পটির কার্যক্রমের কোন অডিট করা হয়নি	১১. সিরাজগঞ্জ এবং গোপালগঞ্জ আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের নির্মিত ভবনগুলোর সুরক্ষার স্বার্থে এর চারপাশে শীঘ্রই সারফেস ড্রেইন করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণ/প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;
	১২. সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ কুড়িগ্রামের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ডরমেটরী ভবনের দরজায় ডোরসিল লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে করে ভারী বৃষ্টি হলে কক্ষের অভ্যন্তরে পানি প্রবেশ করতে না পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাহী প্রকৌশলীগণ, পিডব্লিউডি/ প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;
	১৩. নওগাঁ ও কুড়িগ্রামে ভবনের দেয়াল সংলগ্ন সারফেস ড্রেইন এবং বাউন্ডারী ওয়াল এর অভ্যন্তরে সারফেস ড্রেইন এ জমা হওয়া পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণ/প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;
	১৪. নওগাঁ ও গোপালগঞ্জ আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের সোলার প্যানেল এবং এসি এত শীঘ্রই কেন নষ্ট হল তার কারন খতিয়ে দেখাপূর্বক দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা নিতে হবে। নওগাঁয় আবাসিক ভবনের ভিআইপি কক্ষগুলোসহ সমগ্র অফিস ভবন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এ বিষয়ে আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;
	১৫. যথাশীঘ্র প্রকল্পটির কার্যক্রমের অডিট সম্পন্ন করে সম্পাদনকৃত নিরীক্ষা প্রতিবেদন আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে; এবং
	১৬. আইএমইডির সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা যথাশীঘ্র এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

সমস্যা	সুপারিশ
ক) কেন্দ্রভিত্তিক: **সেন্টমার্টিন (কক্সবাজার) :** ১৫. সেন্টমার্টিন (কক্সবাজার) পর্যবেক্ষণাগারের মাঠটি প্রায় একচতুর্থাংশ মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়নি। এর ফলে অভরাটকৃত অংশটি ডোবা সৃষ্টি হয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। **বান্দরবান (সদর):** ১৬. বান্দরবান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের অফিস ভবনের বাথরুম অত্যন্ত নোংরা এবং কক্ষগুলো অপরিষ্কার। জনবল না থাকায় আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারে নির্মিত ব্যবহৃত সুষ্ঠু ও সংবেদনশীল যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রসমূহ সঠিকভাবে পরিচর্যার অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। **নিকলি (কিশোরগঞ্জ):** ১৭. নিকলি (কিশোরগঞ্জ) আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের নির্মিত ভবনের দেয়ালে হেয়ারক্র্যাক এবং আস্তরণ খসে পড়তে দেখা গেছে। ডরমিটরীর বারান্দার সামনের ওয়াল বরাবর একটি ফাটল পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া মাঠটি মাটি দিয়ে সম্পুর্ণরুপে ভরাট করা হয়নি। **খ) সার্বিক সমস্যা:** ১৮. প্রকল্পটি জুন, ২০১৪ সালে সমাপ্ত হয়েছে কিন্তু ডিপিপি অনুযায়ী এখনো জনবল পাওয়া যায়নি। জনবল সংকটের কারণে পর্যবেক্ষণাগাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করা যাচ্ছে না এবং অবজারভেশন না নেয়ার সম্ভব হচ্ছে না। অর্থাৎ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হচ্ছে। ১৯. প্রকল্পটি জুন, ২০১৪ তে সমাপ্ত হলেও এখন পর্যন্ত প্রকল্পের উপর কোন অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়নি।	**ক) কেন্দ্রভিত্তিক** **সেন্টমার্টিন (কক্সবাজার) :** ১৭. সেন্টমার্টিন আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের মাঠটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্য কোন প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থ সংস্থান করে ভরাট করা যেতে পারে। এ বিষয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। **বান্দরবান (সদর):** ১৮. রাজস্ব খাতের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল না পাওয়া পর্যন্ত আবহাওয়া অধিদপ্তর/প্রকল্প পরিচালক নিজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নূন্যতম ২/১ জন জনবল নিয়োগ করে অফিস ভবন/ডরমেটরি ভবন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পর্যবেক্ষণাগারে রক্ষিত সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র যথাযথভাবে পরিচর্যা করতে হবে। এ বিষয়ে আবহাওয়া অধিদপ্তর/প্রকল্প পরিচালক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করবে। **নিকলি (কিশোরগঞ্জ):** ১৯. নিকলী আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ডরমিটরী ভবনের বারান্দার সামনের ওয়ালের ফাটল দূর করতে হবে। এছাড়া পর্যবেক্ষণাগার মাঠটি মাটি দিয়ে সম্পুর্ণরূপে ভরাট করতে হবে। এ বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী পিডব্লিউডি কিশোরগঞ্জ/প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। **খ) সার্বিক সুপারিশ:** ২০. জনবল সমস্যা সমাধানের জন্য আবহাওয়া অধিদপ্তর/প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনা করে সুষ্ঠু সুরাহা করবে। জনবলের অনুমোদন পাওয়ার অব্যবহিত পরেই জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। ২১. সম্পাদনকৃত External অডিট পর্যবেক্ষণ আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে; ২২. ১৫.১ থেকে ১৫.৫ নং অনুচ্ছেদের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

উপসংহার:

গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে গৃহীত মোট প্রকল্প সংখ্যার (১৩৬৬টি প্রকল্প) শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ অর্জিত হয়েছে সমাপ্ত প্রকল্পের মাধ্যমে। অতএব, এসকল সমাপ্ত প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং উদ্দেশ্য অর্জনের উপর সমগ্র বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী তথা সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করছে। এছাড়াও সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে গৃহীতব্য সমমানের এবং সমপর্যায়ের প্রকল্প প্রণয়নকালীন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে পারবে। সর্বোপরি, সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন এই সারসংক্ষেটি এডিপি সেক্টর অনুযায়ী হওয়ায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর একটি সামষ্টিক চিত্র পাওয়া যাবে।